

খেয়ালী রাজার দেশ

কার্জী জহিরুল ইসলাম

পৃথিবীতে একটি দেশ আছে। সেই দেশে এক রাজা আছেন। রাজা প্রতি বছর একটি করে বিয়ে করেন। সেই বিয়ে করার ঘটনাটিও বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। বছরের একটি বিশেষ দিনে রাজপ্রাসাদের সামনে, বিশাল খোলা চত্বরে, নগ্ন নাচের আয়োজন করা হয়। রাজ্যের সব কুমারী মেয়ে সেই বিশেষ দিনে বক্ষ উন্মুক্ত করে রাজার সামনে নাচ পরিবেশন করেন। সেই বিশেষ নাচের নাম রিড নাচ। রিড নাচে কিন্তু সব কুমারী মেয়েই নাচতে পারে না। এজন্য নাচের আগে মেয়েদেরকে পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে হয় যে সে কুমারী। কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই রাজার সামনে রিড নাচের আসরে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পায়। কুমারীত্বের বা সতীত্বের পরীক্ষা এজন্য দিতে হয় কারণ রিড নাচের এই আসর থেকেই মহান রাজা তার কণে নির্বাচন করেন। রাজার কণে, তাকেতো কুমারী হতেই হবে, হোক না রাজার একাদশ, দ্বাদশ কিংবা যে কোন নম্বরের রাণী। আমি কোন রূপকথার গল্প বলছি না, এই একবিংশ শতাব্দীতেও এমন ঘটনা পৃথিবীতে ঘটছে।

সেই দেশের নাম সোয়াজিল্যান্ড আর সেই সৌভাগ্যবান রাজার নাম স্বাতি-৩। রাজা স্বাতি এক খেয়ালী রাজা। যখন যা খুশি তিনি তা-ই করেন। ইচ্ছে হলে দেশের সংসদ ভেঙে দেন আবার ইচ্ছে হলে মেয়াদের পরেও তা বহাল রাখেন। যাকে খুশি তাকে মন্ত্রী বানান আবার যখন-তখন বরখাস্ত করে দেন। ২০০৫ সালে যখন ক্রমাগত খরাজনিত দুর্ভিক্ষ প্রলম্বিত হয়ে তৃতীয় বছরের মতো সোয়াজিল্যান্ডে শেকড় গেড়ে বসে, এবং যখন দেশের অর্ধেক মানুষ না খেয়ে পুষ্টিহীনতায় ধুকে ধুকে মরতে শুরু করে তখন খেয়ালী রাজা স্বাতি তার ১১ রাণীর জন্য এগারটি বিলাসবহুল মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি কেনেন এবং ১১ রাণীকে বিলাসী মহল বানিয়ে দেন। আর নিজের প্রমোদভ্রমণের জন্য কেনেন একটি সুদৃশ্য জেট বিমান।

আজ ২৭ মার্চ ২০০৮। সকালে ঘুম থেকে উঠেই অভ্যাসবশত nybangla.com খুলি। একটি সংবাদ দেখে অবাক হই, ‘উপদেষ্টাদের জন্য ২৩টি নতুন আরামদায়ক গাড়ী আসছে’। সংবাদটি পড়তে শুরু করি, ‘উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীদের জন্য নতুন বিলাসবহুল গাড়ী কিনছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। উপদেষ্টা বা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী পর্যায়ের ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য সরকারের পরিবহন পুলে ২৩টি উন্নতমানের নিশান সানি সিডান গাড়ি রয়েছে। কিন্তু সেগুলো মানসম্মত ও আরামদায়ক না হওয়ায় সাড়ে ১০ কোটি টাকায় নতুন আরো ৩০টি নিশান সানি লাক্সারী সিডান কেনা হচ্ছে।’ এই পর্যন্ত সংবাদটি পড়েই রাজা স্বাতির মার্সিডিজ কেনার ঘটনাটি চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কিন্তু রাজা স্বাতিতো অন্ধকার মহাদেশখ্যাত আফ্রিকার এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশের রাজা। যে দেশের অনেকেই এখনো পশুর চামড়া পরিধান করে, গাছের শেকড়-বাকর খেয়ে জীবন ধারণ করে। বাংলাদেশের মতো সুসভ্য একটি দেশের অতি শিক্ষিত অতি সভ্য মানুষের সমন্বয়ে গঠিত সরকারের পক্ষে কি ঠিক এই মুহূর্তে নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্য বিলাসী গাড়ী কেনা সমীচীন? যখন দেশে নীরব দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। কোটি কোটি মানুষ দিনে একবেলা খেয়ে জীবনধারণ করছে। কারণ একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরী ১৪০ টাকা, চালের দাম প্রতি কেজি ৪৫ টাকা। তার ঘরে স্ত্রী ও সন্তান মিলে ৪/৫জন সদস্য। তেল, নুন, ডালের মতো অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী আকাশছোঁয়া দামে

কেনার পরে দেড় কেজির বেশী চাল কেনার সামর্থ্য কোন শ্রমিকের নেই। ঘর ভাড়া ও অন্যান্য খরচের টাকা কোথেকে আসবে এই দুশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারে না পরিবারের কেউ। শিক্ষা, চিকিৎসা, জামা-কাপড় সুদূর পরাহত। পুষ্টিহীনতায় ইতোমধ্যেই আক্রান্ত হতে শুরু করেছে নিম্ন আয়ের মানুষেরা। এক সময় আফ্রিকার দুর্ভিক্ষের চিত্রগুলোতে হাঁড় জিরজিরে শিশুদের দেখে আমরা আঁতকে উঠতাম। অর্থাৎ হওয়ার কিছু নেই যদি আর এক বছর পরে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে এরকম লক্ষ-কোটি শিশু চোখে পড়ে। আমাদের এই দুর্ভিক্ষতো সোয়াজিল্যান্ডের মতো বড় ধরনের প্রকৃতিক দুর্যোগের কারণে হয় নি, হয়েছে আমাদের অতিদক্ষ সরকারের অদক্ষতার কারণে।

গত দেড় বছরে দেশের বিবেকখ্যাত সিভিল সোসাইটির অতি আদরের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় কি পরিবর্তন এনেছে? কি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে? আমরা কি আগের চেয়ে সুলভে বিদ্যুৎ পাই, আমরা কি সম্ভায় পানি পাই, সম্ভায় কি যানজট কমেছে, আমাদের কি এখন মশা কামড়ায় না, আমাদের কি বাসভাড়া কমেছে? নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম প্রতিদিন বাড়ছে। চালের দাম কেন গত দেড় বছরে দ্বিগুণেরও বেশী বেড়েছে? দেড় বছরে কি জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে নাকি উৎপাদন অর্ধেক হয়েছে? ভারত চাল দেয় না, এটা যদি কারণ হয়ে থাকে তাহলে এটা কি বর্তমান সরকারের কূটনৈতিক ব্যর্থতা নয়? কেন তাহলে ভর্তুকি দিয়ে লাউস, ভিয়েতনাম বা মায়ানমার থেকে চাল আমদানী করা হয় না? দুর্নীতিপরায়ন সাবেক মন্ত্রী, এমপি, রাজনীতিবিদদের ধরেতো অনেক টাকা উদ্ধার করা হলো, সেই টাকা কোথায়? সেই টাকায় কেন আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল কিনে সুলভে জনগনের মধ্যে বিক্রির ব্যবস্থা করছি না? এটা কি সরকারের অদক্ষতা, নাকি এর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে? নাকি এই পুরো প্রক্রিয়াটিই সুপারিকল্পিত, দেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ? তারপর ইতিহাসের অবধারিত অংশ হিসেবে প্রকাশ্যে সেনাশাসন। প্রথম থেকেই আমি এই সরকারকে সমর্থন করে আসছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণীজনের সমন্বয়ে গঠিত এই সরকার কূটনৈতিকভাবে আগের সব সরকারের চেয়ে বেশী সফল হবেন, আমাদের অনেক আন্তর্জাতিক ইস্যুর সমাধান হয়ে যাবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে হিমশিম খাচ্ছি আমরা। সঠিক উদ্যোগ নিয়ে জনশক্তি বিদেশে রপ্তানী করার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রয়োজন দক্ষ নেতৃত্ব। এই সরকার সেই কাঙ্ক্ষিত কাজটি করতে পারবে বলে এতোদিন একটি ভুল ধারণা পোষণ করেছিলাম। গোদের ওপর বরং বিষফোড়ার মতো এখন সমূহ বিপদের ঘন্টা বাজাচ্ছে সৌদি আরবে নিযুক্ত ২৭ লক্ষ বাংলাদেশী শ্রমিকের আসু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

গত দেড় বছরে এই সরকার আমাদের কি দিয়েছে? দেশ থেকে দুর্নীতির শেকড় উৎপাটনের জন্য আপাণ চেষ্টা করছে, আমরা এজন্য সরকারকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু এটি আবার সেই বিখ্যাত অর্থমন্ত্রীর গল্পের মতো হবে না? যিনি শপথ নিয়েই দুর্নীতিবাজদের তালিকা তৈরী করেন। চোখের নিমিষেই সব রাঘব-বোয়াল (কিংবা রুই-কাতলা) ধরাশায়ী করে ফেলেন। এরপর ধরেন চুনোপুটিদের। সারাদেশের মানুষ অর্থমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমরাতো এতোদিন আপনাকেই খুঁজছিলাম। আপনিই আমাদের মহান নেতা। আমরা দুর্নীতিমুক্ত স্বদেশ চাই, শোষণমুক্ত মাতৃভূমি চাই। অর্থমন্ত্রী গলদঘর্ম হয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। কোনদিকে তার তাকাবার জো নেই। তিনি দুর্নীতিবাজদের সব ব্যাংক হিসাব হিমাগারে পাঠিয়ে দেন। এরপর তাকান বিদেশের ব্যাংকগুলোর দিকে। কারণ তার কাছে তথ্য আছে সুইস ব্যাংকগুলোতে দেশের বড় বড় দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ীদের অঢেল টাকা জমা আছে। সরকার প্রধানের কাছ থেকে বিশেষ এসাইনমেন্ট নিয়ে তিনি উড়াল দেন সুইজারল্যান্ডে। সবচেয়ে বড় সুইস ব্যাংকে কড়া নাড়েন। এর মধ্যে সুইস সরকারের

অনুমতিও মিলে যায় নিজের দেশের নাগরিকদের ব্যাংক হিসাব খতিয়ে দেখার জন্য । কিন্তু বাধ সাধে সুইস ব্যাংকের অফিসার । ‘দুঃখিত মাননীয় অর্থমন্ত্রী, আমরা আমাদের ক্লায়েন্টের ব্যাংক হিসাব আপনাকে দেখাতে পারবো না । এটা আমাদের বিজনেস পলিসিতে নেই ।’ কিন্তু অর্থমন্ত্রী এসব শুনবেন কেন ? তিনি একটি দূর্নীতিগ্রস্ত দেশকে অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে টেনে তোলার মহান দায়িত্বে নিয়িজিত । তার কাছে স্বদেশের এবং সুইস সরকারের অনুমতি রয়েছে তার দেশের দূর্নীতিবাজ নাগরিকদের ব্যাংক হিসাবের স্থিতি পরীক্ষা করার । প্রয়োজনে তিনি তাদের হিসাব ফ্রিজও করে দিতে পারবেন । ব্যাংকের অফিসার কিছুতেই যখন এসব অনুমতিপত্রকে আমলে নিচ্ছে না তখন তিনি ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের কাছে চলে যান । প্রেসিডেন্টও একই কথা বলেন, ‘আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মাননীয় অর্থমন্ত্রী । আমাদের ক্লায়েন্টের গোপনীয়তা বিশেষভাবে সুরক্ষিত । পৃথিবীর কোন কর্তৃপক্ষেরই এখতিয়ার নেই ক্লায়েন্টের গোপনীয়তা প্রকাশ করার হুকুম দেয় । আপনার এসব কাগজপত্রের কোন মূল্য নেই আমাদের কাছে ।’ অর্থমন্ত্রী ভীষণ ক্ষেপে যান । এতোদূর এসে তিনি কিছুতেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে পারেন না । দূর্নীতিমুক্ত দেশ উপহার দেওয়ার মহান দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি । কিছুতেই ব্যর্থ হওয়া চলবে না । প্রয়োজনে তাকে বাঁকা পথ ধরতে হবে । তিনি পকেট থেকে রিভলবার বের করে প্রেসিডেন্টের কপালে ঠেকিয়ে বলেন, ‘এই তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের ব্যালেন্স আমার চাই ।’ ব্যাংকারের একই কথা, ‘আমার জীবনের চেয়েও ক্লায়েন্টের গোপনীয়তা অনেক বেশী মূল্যবান ।’ অর্থমন্ত্রী তখন রিভলবার নামিয়ে সোজা হয়ে বসেন । কপালের ঘাম মোছেন । এক গ্লাস ঠান্ডা পনি পান করেন । এরপর নিজের ব্রিফকেস খুলে ব্যাংকারকে দেখিয়ে বলেন, ‘এখানে এক বিলিয়ন ডলার আছে, আমি একটি একাউন্ট খুলতে চাই ।’

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২৭ মার্চ, ২০০৮